সমকাল

তারিখ 20 JAN 2016
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

স্কুলে শিক্ষার্থীদের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়!

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জে একটি বেসরকারি স্কুলের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ভয় দেখিয়ে এক হাজার করে টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। টাকা না দিলে পরীক্ষার প্রবেশপত্র আটকে রাখা এবং শারীরিক শিক্ষার ব্যবহারিক পরীক্ষায় নম্বর কমিয়ে দেওয়ার ভয় দেখানো হয়। গতকাল মঙ্গলবার শহরের কিল্লারপুল এলাকায় বিবি মরিয়ম গার্লস স্কুলে টাকা আদায় করা হয়েছে অনেকের কাছ থেকে।

শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা অভিযোগ করেন, গতকাল স্কুলে শারীরিক শিক্ষার ব্যবহারিক পরীক্ষার আগে হঠাৎ করেই ইংরেজির শিক্ষক কামরুজ্জামান এবং শারীরিক শিক্ষার আয়েশা বেগম এক হাজার করে টাকা দাবি করেন। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে অনেক অভিভাবক টাকা নিয়ে স্কুলে যান।

শিক্ষার্থীরা আরও অভিযোগ করে, স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক দেলোয়ারা বেগমও টাকা দিতে চাপ সৃষ্টি করেছেন।

স্কুলে গিয়ে দেখা গেছে, শিক্ষক কামরুজ্জামান এবং আয়েশা বেগম শিক্ষার্থীদের নাম ধরে ডাকছেন। ছাত্রীরা এক হাজার করে টাকা জমা দিয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। যে অভিভাবকরা টাকা জোগাড় করতে পারেননি তাদের স্কুলে এসে ছোটাছুটি করতে দেখা গেছে। শিক্ষার্থীদের অনেকেই ওই সময় কান্না করছিল।

এ সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রধান শিক্ষক সফিউল আলম খান বলেন, ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য নয়, টাকা নেওয়া হচ্ছে কোচিং ফি হিসেবে। গত তিন মাস এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কোচিং করানো হয়েছে স্কুলে। কোচিং ফি স্কুলের কাউন্টারে না নিয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষার দিন ভয় দেখিয়ে কেন আদায় করা হচ্ছে– এমন প্রশ্নে তিনি স্পষ্ট করে কিছু বলেননি।

শিক্ষক কামরুজ্জামান বলেন, কোচিং ফি হিসেবে এই টাকা আদায় করা হয়। তবে শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, কোচিং শুরুর আগে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের জানিয়েছিল, এ জন্য কোনো টাকা নেওয়া হবে না। স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি জসিম উদ্দিন বলেন, কোচিং ফি যে পন্থায় আদায় করা হচ্ছিল তা সঠিক নয়। তবে গত তিন মাস স্কুলের শিক্ষকরা কষ্ট করে কোচিং করিয়েছেন, তাদেরও তো কিছু পাওনা রয়েছে।